Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 30-35
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

"বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিয়ের আচার : বৈচিত্র্য ও সমন্বয়ের স্বরূপ সন্ধান"

প্রিয়ব্রত নাথ
সহকারি অধ্যাপক, এস এস কলেজ, হাইলাকান্দি, আসাম

Abstract

Barak Valley is located in the Southern Region of Assam. It comprises of different ethnic groups, communities and cultural entities. Through the majority of the valley is the Bengalee people, still we can say that it represents a composite culture. Because people from different communities are living here since time immemorial. Marriage is the most important and longest social ceremony of most of the communities of Barak Valley. Since, people from different communities are living here, so the rituals performed during the marriage are also different in many ways. But some rituals are notices as common in all the communities. This paper aims to find out the similarities and dissimilarities of the marriage rituals of the various communities of Barak Valley.

Keywords: Barak Valley, Community, Culture, Marriage, Ritual.

ভাষা, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক দিক থেকে বিচার করে সহজেই বলা যায় যে, বরাক উপত্যকা বৃহত্তর বাংলারই একটি অংশমাত্র। বর্তমানে বরাক উপত্যকা একটি বাঙালি প্রধান অঞ্চল হলেও প্রাচীনকাল থেকেই এখানে বিভিন্ন জাতি-উপজাতির বাস। তবে এখানকার আদিতম বাসিন্দা ঠিক কারা তা নির্দিষ্ট করে বলা প্রায় অসম্ভব। একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট যে এই অঞ্চলে আর্য সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিস্তার ঘটেছে। আসলে এ অঞ্চলের মাটি কৃষিকাজের পক্ষে খুব অনুকূল থাকায় তা কৃষিজীবী আর্যদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আর্যরাই এ অঞ্চলে কৃষির পত্তন করেছিল। তাদের আগমনে এই উপত্যকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। কারো কারো মতে এই আর্যদের আসার আগে এই উপত্যকা ইন্দো-মঙ্গোলীয় অধ্যুষিত ছিল। এসময় এখানকার পাহাড়ি এলাকায় বসবাসরত অস্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর আদিবাসীরা আর্যদের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে মূল স্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন এভাবেই ভারতের সমস্ত পূর্বাঞ্চলের মতোই এই উপত্যকায়ও বাঙালির জাতির বির্বতন হয়েছিল। একটা বিষয় স্পষ্ট যে বরাক উপত্যকায় অস্ট্রিক, ইন্দো মঙ্গোলয়েড ও অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও আর্যদের সংস্কৃতির মিশ্রণে এ অঞ্চলে জাতি গঠনের সূচনাপর্ব রচিত হয়। পরে ক্রমান্বয়ে ত্রিপুরী রাজত্বের প্রতিষ্ঠা, তুর্ক ও আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা ও ইসলাম ধর্মের প্রসার, কোচ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা, ডিমাসা রাজত্বের প্রতিষ্ঠা, মণিপুরিদের আগমন ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা, চাশিল্পের পত্তন, স্বাধীনতা, দেশভাগ, তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট ইত্যাদি ঘটনা এ অঞ্চলের জাতিগঠনের বা জনবিন্যাসের রূপরেখা তৈরি করেছিল। তাই এখানকার সামাজিক জীবনে একটা মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসবাস হওয়াতে এখানকার লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও স্বতন্ত্র। এই লোকসংস্কৃতির অন্যতম সমৃদ্ধ শাখা হচ্ছে লৌকিক আচার। এই লোকাচারের সঙ্গে একটি গোষ্ঠীর লোকধর্ম, লোক বিশ্বাস ও লোকসংস্কার ইত্যাদি যুক্ত থাকে। বিয়ে যেহেতু আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সামাজিক অনুষ্ঠান, তাই এই বিয়েতে একটি গোষ্ঠীর অনেক রকম লোকাচারের প্রচলন দেখা যায়। বরাক উপত্যকা যেহেতু মিশ্র জনগোষ্ঠীর বাসস্থান, তাই এখানকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিয়ের আচারে নানারকম বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। আবার বেশ কিছু আচারে সমন্বয়ের সুরও ধ্বনিত হয়।

কনে দেখার প্রচলন বরাক উপত্যকার প্রায় সব জনগোষ্ঠীর বিয়েতেই লক্ষণীয়। এই কনে দেখা থেকেই বিয়ের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কনে পছন্দ হবার পর থেকেই শুরু হয় বিয়ের আসল অনুষ্ঠান। হিন্দু বাঙালির বিয়ের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় মঙ্গলাচরণ থেকে। এটা আসলে আনুষ্ঠানিকভাবে বরপক্ষের দ্বারা কনকে বরণ করে আসা। বরপক্ষ এদিন নারকেল, আঁশযুক্ত মাছ, সিঁদুর, চন্দন, খই পান-সুপুরি, ধান ও দূর্বা নিয়ে কনের বাড়ি আসেন। বিভিন্ন ধরণের মিষ্টি ও কনের সাজের যাবতীয় জিনিসও তারা সঙ্গে নিয়ে আসেন। এদিন বরের আসার কোন নিয়ম নেই। বরপক্ষ কনের বাড়িতে আসার পর প্রথমেই তাদের আনা জিনিসগুলোকে একটি পাটিতে রেখে ধান দূর্বা দিয়ে বরণ করা হয় এবং আঁশযুক্ত মাছের উপর পাঁচটি সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়। এরপর কনেকে বরের বাড়ির শাড়ি পরিয়ে একটা জায়গায় এনে বসানো হয়। এখানে উপকরণ হিসেবে বিয়ের বাতি, ধান, দূর্বা, জলভরা ঘট আমপাতা ইত্যাদি থাকে। এরপর শুরু হয় আশীর্বাদ দান পর্ব।

চা শ্রমিক জনগোষ্ঠীর বিয়ের আচারে কনে দেখা পর্বের পরেই রয়েছে 'তিলক'। এই তিলক অনুষ্ঠানটি করা হয় কনের নয়, বরের। এতে কনের বাড়ির লোকজন বরের জন্য কাপড়, আংটি, মিস্টি ইত্যাদি নিয়ে বরের বাড়ি যায়। তারপর বরকে একটি আসনে বসিয়ে ধান দূর্বা ইত্যাদি দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়। এখানে দেখা যায় একই উদ্দেশ্য, একই উপকরণ থাকলেও হিন্দু বাঙালির বিয়েতে যেমন কনের আশীর্বাদ দেখা যায় এখানে তেমনি বরের আশীর্বাদের আচার প্রচলিত।

বিষ্ণুপ্রিয়াদের বিয়ে অনুষ্ঠানের প্রথম আচারটি হচ্ছে। ওয়ারিপট। এখানেও হিন্দু-বাঙালিদের মতো কনের বাড়িতে বরের বাড়ির লোকজন জমায়েত হন। উপকরণ এবং উদ্দেশ্য একই হলেও, কনেকে বসিয়ে আশীর্বাদ করার কোনো আচার এখানে দেখা যায় না। অন্যদিকে মণিপুরি জনগোষ্ঠীর এই আচারটিকে বলে মাঙ্গনকাবা। এই মাঙ্গনকাবা অনুষ্ঠানটি আবার মঙ্গলাচরণ, তিলক ওয়ারিপট থেকে একটু আলাদা। মাঙ্গনকাবায় কনের বাড়িতে বরের বাড়ির লোকজন আসেন, এবং সেখানে লাইনিংধেউ বা কূলদেবতার পুজো অনুষ্ঠিত হয়। মণিপুরিদের বিশ্বাস মতে এই দেবতা নিরাকার। বিয়ের প্রাক্‌মুহূর্তে তার পুজো মাঙ্গলিক বলে ভাবা হয়।

বরাক উপত্যকায় যে কিছু সংখ্যক গোয়ালা বা যাদব সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করেন তাদের বিয়েতে কথা পাকাপাকি হবার পর প্রথম আচার হচ্ছে 'সগাই'। এদিন বরের বাড়িতে কনের বাড়ি থেকে লোকজন আসেন, বরকে বিশেষভাবে একটা জায়গায় বসিয়ে তিলক করানো হয়। এই আচারে ধান, দূর্বা ইত্যাদি দিয়ে তাকে বিশেষভাবে অর্ঘ্য দান করা হয়। একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রায় সব সম্প্রদায়ের বিয়েতেই, বিয়ে ঠিক হবার পর আশীর্বাদদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা হয় কনের, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে হয় বরের, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আশীর্বাদ পর্বে ব্যবহৃত উপকরণ গুলোর মধ্যেও একটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার বৈচিত্র্যও দেখা যায়। যেমন মণিপুরিদের মাঙ্গনকাবা। বরাক উপত্যকার মুসলমান বাঙালি সম্প্রদায়ের বিয়েকে আশীর্বাদদান পর্ব না থাকলেও কথা পাকাপাকি হওয়ার পর পান সুপুরির আদান-প্রদানের প্রচলন রয়েছে।

এই পানের ব্যবহার বরাক উপত্যকার প্রায় সব সম্প্রদায়ের বিয়েতেই প্রচলিত। হিন্দু বাঙালিদের মঙ্গলাচরণের পরের অনুষ্ঠানের নামই হচ্ছে পানখিলি। বর-কনে উভয়ের বাড়িতেই এই পানখিলি অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচজন এয়ো

মেয়ে একজায়গায় বসে এই পানখিলি তৈরি করেন। এই খিলি বানানোর জন্য পানের ভেতরে সুপুরি ঢুকিয়ে পানটিকে তিনভাঁজ করে বাঁশের শলা গিঁথে দেওয়া হয়। এরপর সুতো দিয়ে বেঁধে সিঁদুরের ফোঁটা লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই খিলিগুলো দিয়েই পরে বিভিন্ন দেবতাদের নিমন্ত্রণ করা হয়।

এই পানখিলির প্রচলন অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে না থাকলেও বিষ্ণুপ্রিয়া ও মণিপুরিদের মধ্যে বিয়ের আগে কূলদেবতার পুজোর প্রচলন রয়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়ারা আপকপা নামের এক কূলদেবতার পুজো করেন। তাদের বিশ্বাস যে ইনি ঘরের পশ্চিম অংশের দক্ষিণ কোণে বাস করেন। বিয়ের দিন বিশেষভাবে তাঁর পুজো করা হয়। এছাড়া এদিন সকালে সূর্যপূজোর রীতিও প্রচলিত, মণিপুরিরা আবার এই কূলদেবতার পুজো করেন কথা পাকা করার দিন। এদের কূলদেবতার নাম হচ্ছে লাইনিংধেউ। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে হিন্দুবাঙালিদের বেশিরভাগ বাড়িতেই বিয়ের আগে কালীপুজো করা হয়।

বিয়ের আগেরদিন অনুষ্ঠিত অধিবাস হচ্ছে হিন্দু বাঙালিদের সবচেয়ে আচার সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান। এর প্রথমেই রয়েছে আদ্রিস্নান। এতে বিভিন্ন রকমের উপকরণের সাহায্যে বর ও কনে উভয়কেই স্নান করানো হয়। তারপর তাদের সাজানো হয়। এরপর উভয়ের কপালে মাঙ্গলিক টীকা দেওয়া হয়। এরপর রয়েছে সুন্দার টীকা দেওয়ার প্রচলন। মুসলমান বাঙালিদের মধ্যে বিয়ের আগের দিন মেহেন্দি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে কনেকে নানারকম সাজিয়ে মাতৃস্থানীয় রা কনের হাতে মেহেন্দি পরিয়ে দেন। প্রায় একইরকম আচার দেখা যায় চা শ্রমিকদের বিয়েতেও। বিয়ের ঠিক তিন দিন আগে গায়ে হলুদ আচার পালিত হয় এদিন বর কনে উভয়কেই ভালো করে গায়ে হলুদ মাখিয়ে দেওয়া হয়।

বিয়ের ঠিক আগের দিন না হলেও তিন দিন আগে চা শ্রমিকরা তাদের বিয়েতে গায়ে হলুদ আচার পালন করে। এদিন বর-কনে উভয়কেই ভালোকরে গায়ে হলুদ মাখিয়ে দেওয়া হয়। একইভাবে বিয়ের তিন দিন আগে গোয়ালা বা যাদবরাও 'হলদি কি রসম' আচার পালন করে। এদিন প্রথমে বরকে ভালো করে হলুদ মাখিয়ে তারপর সেই মাখানো হলুদ, কাপড়, দূর্বা, ধান ইত্যাদি সহযোগে মেয়ের বাড়িতে পাঠানো হয়। এরপর সেই হলুদ দিয়ে মেয়ের গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। এর ঠিক একদিন আগে মেহেন্দির আচারও পালন করা হয়। এতে মেহেন্দি দিয়ে মেয়েকে নানাভাবে সাজানো হয়।

বিষ্ণুপ্রিয়াদের বিয়ের আচারে দেখা যায় বিয়ের দিন সকালবেলা সূর্যপুজোর রীতি প্রচলিত। এই পুজোর মূল উপকরণ দুধ কলা ইত্যাদি। বিকেলে বর আসার পর তাকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতে হয়। একে 'বরবার্তন' বলে। এই নিমন্ত্রণের একটা বিশেষ রীতি রয়েছে। এতে কনের ভাই সোনা। রূপা পৈতা, কলা পান ইত্যাদি দিয়ে বরকে বরণ করে তাকে বিয়ের আসরে নিয়ে আসা হয়। বিয়ের আগে বরপক্ষের তরফ থেকে পাত্রীকে বিভিন্ন রকম আভরণে সাজানো থালা তুলে দেওয়া হয়। এর মূল ভাবনা হচ্ছে কনের ভরণপোষণের সব ভার গ্রহণ করা । বিয়ের মন্ডপে বর-কনের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্তন শুরু হয়- যার মূল বিষয় চৈতন্যদেব। এদিক থেকে বিষ্ণুপ্রিয়াদের বিয়ের আচার অনেকটা স্বতন্ত্র। বিষ্ণুপ্রিয়াদের বিয়ের আচারের সঙ্গে মণিপুরি সম্প্রদায়ের বিয়ের আচারে অনকটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও পোষাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। এদের বিয়ে মূলত গোধুলি লগ্নেই অনুষ্ঠিত হয়।

চা শ্রমিকদের বিয়েতে বরপক্ষের তরফ থেকে কনের বাড়ির জন্য ১২টি কাপড় নিয়ে যেতে হয়। অন্যদিকে কনের জন্য অলঙ্কার ও আনতে হয়। ভাসুর কনেকে শাড়ি ও সুতো দান করেন। লক্ষণীয় এই জনগোষ্ঠির বিয়েতে শাঁখার প্রচলন নেই।

এদিক থেকে দেখতে গেলে হিন্দু বাঙালির বিয়ে অনুষ্ঠান খুবই দীর্ঘ। বরাক উপত্যকার হিন্দু বাঙালির বিয়েতে এখনও কোন কোন জায়গায় সতীন কাটা লোকাচারের প্রচলন রয়েছে। এতে প্রতীকী সতীন বানিয়ে তাকে সবাই

মিলে পা দিয়ে মাড়ান। তবে বহুবিবাহ প্রথা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আচারটি এখন লুপ্তপ্রায়। এর পর রয়েছে 'সুয়াগ মাগা' আচার। এতে কনের মাতৃ স্থানীয়রা কনের জন্য প্রতীকী ভিক্ষা করতে বের হন। এভাবে সংগৃহীত চাল দিয়েই 'ভাতকাপড়' অনুষ্ঠানের আগে পর্যন্ত কনে খাবার গ্রহণ করে। বিষ্ণুপ্রিয়া বা মণিপুরি সম্প্রদায়ের বিয়েতে বর বরণের মতোই এখানেও জামাই বরণের আচার রয়েছে। সাতপাকের আগে অনুষ্ঠিত 'দধিমঙ্গল' আচারটি শুধুমাত্র হিন্দু বাঙালির বিয়েতেই দেখা যায়। এরপর রয়েছে সাতপাক ও শেষে হয় দানপর্ব। এই দানপর্বে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক দুরকম আচারের সংমিশ্রণই দেখা যায়।

মুসলমান বাঙালির বিয়েতে লোকাচারের সংমিশ্রণ কম থাকলেও একটা জায়গায় দেখা যায় যে বর যখন কনেকে আনতে যায় তখন তার মা তাকে পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে দুধ খাইয়ে দেন। একটা বিষয় লক্ষনীয় হিন্দুবাঙালির বিয়েতে যেমন বর ঠকানো ধাঁধা প্রচলিত তেমনি মুসলমান বাঙালির বিয়েতেও বর ঠকানো ধাঁধার প্রচলন দেখা যায়।

চা শ্রমিক জনগোষ্ঠীর বাসী বিয়েতে সাতপাকের প্রচলন না থাকলেও বিভিন্ন রকম খেলাধূলার প্রচলন রয়েছে। একটি নোড়াকে কনে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায় আর বর সেটাকে জায়গামত নিয়ে আসে। এরকম একটি আচার হিন্দু বাঙালির বাসী বিয়েতেও প্রচলিত। হিন্দু বাঙালির বাসী বিয়েতে অবশ্য দুধ কলা দিয়ে সূর্য অর্ঘ্য ও দেওয়া হয়। এছাড়া পাশাখেলার প্রচলনও রয়েছে। কোথাও কোথাও আংটি খেলাও হয়। একটা খোলা পাত্রে দুধ রেখে তার মধ্যে আংটি আগে খুঁজতে পারে তাকে জয়ী ঘোষনা করা হয়। একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, বেশিরভাগ সম্প্রদায়ের বিয়েতেই বাসী বিয়ের প্রচলন নেই।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কনে বিদায়ের পর খুব একটা আচার ন থাকলেও হিন্দুবাঙালির বিয়ের আচার এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। কারণ হিন্দুবাঙালির বিয়েতে এরপরেও অনেক আচারের প্রচলন রয়েছে, যেমন কালরাত্রি, চতুর্থমঙ্গল, ফিরাযাত্রা। বাসীবিয়ের পরদিনই হচ্ছে কালরাত্রি এদিন বর কনে একে অপরের মুখ দর্শন করবে না। চতুর্থমঙ্গলে বাসীবিয়ের আচারগুলোর পুনরাবৃত্তিই ঘটে। তবে বউ বরণ বা ভাতকাপড় এদিন নতুনভাবে সংযোজিত হয়। 'বউবরা' আচারএ বরের মা কনেকে কোলে বসিয়ে বিভিন্ন ছড়া বলে বউকে বরণ করেন। আর 'ভাত-কাপড়' অনুষ্ঠানে বর সারাজীবনের জন্য কনের ভরণ পোষনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। রাতে অনুষ্ঠিত হয় ফুলশয্যা। পরদিন অনুষ্ঠিত হয় ঘাটস্নান ও বউভাত। এদিন মূলত নতুন বউকে বাড়ির বিভিন্ন কাজে অভিষিক্ত করা হয়। যেমন গোয়াল ঘর পরিস্কার করা, ঘর নিকানো, ঝাড়ু দেওয়া, মাছ কাটা। রান্না করা ইত্যাদি। বউভাত এর পর অনুষ্ঠিত হয় ফিরাযাত্রা। এতে বর-কনে আত্মীয় পরিজন সহ কনের বাবার বাড়ি যান। সেখানে খাওয়া-দাওয়া। আমোদ ফূর্তি করে সেদিনই বা দুদিন পর আবার ফিরে আসা হয়। ফিরে আসার সময় যে আচার পালিত হয়, তা অনেকটা কনে বিদায়ের মতোই। পুনরায় যাত্রা তাই এর নাম ফিরাযাত্রা।

চা শ্রমিকদের মধ্যেও এই ফিরাযাত্রার আচার প্রচলিত। এদের ফিরাযাত্রায় বর শ্বশুরের কাছে কোনো একটা কিছু দাবি করে। বিষ্ণুপ্রিয়দের মধ্যেও ফিরাযাত্রা প্রচলিত, তবে এর ব্যাভাব বহন করে বরপক্ষ। মণিপুরিদের এই আচারের নাম 'মাঙ্গনিচাকচাবা'। এদিন বরের মা-বাবার সঙ্গে কনের মা-বাবার আনুষ্ঠানিক পরিচয়ের রীতিও প্রচলিত।

সুতরাং দেকগা যায় বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিয়ের আচারে বৈচিত্র্যও যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে সাজুয্যও। যেমন কনে দেখার প্রচলন প্রায় সব জনগোষ্ঠির মধ্যেই প্রচলিত। হিন্দু বাঙালির মঙ্গলাচরণ বা আশীর্বাদের সমতুল্য অনুষ্ঠানও প্রায় সব জনগোষ্ঠির মধ্যেই প্রচলিত। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আচারের ভিন্নতা বা অনুষ্ঠানের নামের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন চা শ্রমিকদের এই অনুষ্ঠানের নাম 'তিলক' যেখানে বরের আশীর্বাদ হয়। বিষ্ণুপ্রিয়াদের এই অনুষ্ঠানের নাম 'ওয়ারিপট', মণিপুরিদের 'মাঙ্গনকাবা'। সুতরাং নাম ভিন্ন হলেও ভাবনা বা

আচারের মিল কিন্তু লক্ষণীয়। বিয়ের বর-কনকে হলুদ মাখানো প্রায় সব জনগোষ্ঠীর বিয়েতেই দেখা যায়। হলুদ যেহেতু প্রতিষেধক বা সৌন্দর্যবর্দ্ধক তাই হলুদ ব্যবহারের ভাবনা সব জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সমন্বিত হয়েছে।

উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পান-সুপুরি প্রায় সর্বজনিনভাবে গৃহীত একটি উপকরণ। বিষ্ণুপ্রিয়া, মণিপুরি, চা-শ্রমিক, হিন্দিভাষী গোয়ালা বা যাদব সম্প্রদায়, হিন্দু-বাঙালি তথা মুসলিম বাঙালি সবার মধ্যেই পানবাটা নিমন্ত্রণের রীতি প্রচলিত; ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণা অনুযায়ী পানের উৎসস্থান হচ্ছে মালয়েশিয়া। আর ভিন্ন মতানুযায়ী পান-সুপুরি এসেছে ইন্দোনেশিয়া থেকে।

> "*The Historical, epigraphic records and philosophical as well as archaeological evidences reveal their original home to be Indonesian archipelago. The complementary pair entered India during Gupta period and emerged into our culture. Their popularity increased steadily and became a commodity of common use.*"[১]

একটা বিষয় স্পষ্ট যে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল যেমন মালয়েশিয়া, পলিনেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইত্যাদি অঞ্চলেই প্রথম পানের চাষ শুরু হয়। উক্ত বক্তব্য থেকে আরও জানা যায় যে পান-সুপুরি গুপ্তযুগে ভারতীয় জনজীবনে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে তার জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় তা সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। পানের জনপ্রিয়তা বাড়ার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল সম্ভবত এর বিভিন্ন আরোগ্য সম্পর্কিত গুণ। পান যে গুপ্তযুগেই ভারতে প্রবেশ করে এর প্রমাণ সম্ভবত বাৎসায়নের 'কামসূত্র' এ এর উল্লেখ। 'কামসূত্র'-এ পান কে যৌনতার অন্যতম এক উপাদান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতিহাসিকদের অনুমান যে, 'কামসূত্র' গুপ্তযুগে রচিত হয়েছিল। পানের এতসব গুণ থাকায় পান সহজেই লোকজীবনের বিভিন্ন আচারে প্রবেশ করে। এছাড়া পান-সুপুরির বহুফলন প্রজনন ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখা হতে শুরু করল। ফলে পান-সুপুরি বিয়ের মতো উর্বরতাকেন্দ্রিক আচারে স্বাভাবিকভাবেই আবশ্যকীয় উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হতে লাগল।

বিয়ের সঙ্গে যেহেতু মানবিক উর্বরতার ভাবনা বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, তাই কলা, দুধ, ধান, দূর্বা প্রভৃতি উপকরণের ব্যবহার বেশিরভাগ জনগোষ্ঠীর বিয়ের আচারেই দেখা যায়। কারণ এই উপকরণ গুলোকে প্রজনন কেন্দ্রিক ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার একটা রীতি বিশেষভাবে প্রচলিত। বিধবারা যেহেতু সামাজিকভাবে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম, তাই বিয়ের সব মাঙ্গলিক আচারেই তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। মুসলমান বাঙালিরাও এই সংস্কারে বিশ্বাসী। এছাড়া জামাই যাত্রার সময় মায়ের বরকে দুধ খাইয়ে দেওয়া, কনের বাড়িতে বর ঠকানো ধাঁধার প্রচলন, বিজোড় সংখ্যার সংস্কার ইত্যাদি আচারের ক্ষেত্রে মুসলমান বাঙালি ও হিন্দু বাঙালি জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় সমন্বয় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সংখ্যা বিষয়ক সংস্কারও প্রায় সব জনগোষ্ঠীর বিয়ের আচারেই দেখা যায়। এই সংস্কার মূলত লোক বিশ্বাস ও লোক সংস্কার প্রসূত। লোকাচারে সংখ্যা বিষয়ক সংস্কারের পেছনে লুকিয়ে আছে মূলত জাদুবিশ্বাস। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক রেবতীমোহন সরকার বলেছেন।

"..... একটি বিশেষ সংখ্যা যার মধ্যে সৃষ্টি
রহস্য এবং স্বর্গীয় গোপনতা লুকিয়ে রয়েছে।
বলে বিশ্বাস করা হয়- এর মধ্যে রয়েছে
জাদুর এক বিশেষ ক্ষমতা।"

তাই বরাক উপত্যকার অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর বিয়ের আচারেই সংখ্যা বিষয়ক জাদুবিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়।

সার্বিক আলোচনায় দেখা যায় বিয়ের সামাজিক ভাবনা যেহেতু এক, তাই লৌকিক আচার, আচারের উপকরণ ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা সমন্বয়ের সুর ধ্বনিত হয়। আবার ধর্মীয় তথা জনগোষ্ঠিগত ভিন্নতার জন্য অনেক

আচারের ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্যও দেখা যায়। যা এই অঞ্চলের মিশ্র সংস্কৃতির ঐতিহ্যকেও বিশেষভাবে তুলে ধরে। বিশ্বায়ন এর প্রভাবে এই লোকাচার গুলোতে রূপান্তর লক্ষ করা গেলেও এখনও এই লৌকিক আচারগুলো আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠির বিয়ের আচার আমাদের সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতিক পরিমন্ডলকেই তুলে ধরে। এ অঞ্চলের নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক তথ্যও এ আচারগুলোতে নিহিত রয়েছে। একই সঙ্গে কৃষিভিত্তিক গ্রামীন সংস্কৃতির ছবিও ফুটে উঠতে দেখা যায়।

তথ্যসূত্র :

১/ আহুজা, এস.সি. ও আহুজা, উমাঃ 'বীটেল লীফ এন্ড বীটেল নাট ইন ইন্ডিয়াঃ হিস্টরি এন্ড ইউজেস', এশিয়ান এগ্রিহিস্টরি, ভলিউম্ ১৫ নং ১, হরিয়ানা, ২০১১, পৃ. ১৩

২/ রেবতীমোহন সরকারঃ সংখ্যার জাদু, সংখ্যার জাদু বিশেষ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, কলকাতা, ১৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৪০৮, পৃ. ২৯১।